

WHY ARE WE STILL TALKING ABOUT RACE?

■ সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা: "২০০৮ সালে কি আমেরিকায় বর্ণবাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল?"

◆ ২০০৮ সালে কি ঘটেছিল?

২০০৮ সালের ২ নভেম্বর, অনেকে ভেবেছিল আমেরিকায় **বর্ণবাদ (racism)** শেষ হয়ে গেছে।
কারণ, প্রথমবারের মতো একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি – **বারাক ওবামা** – আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
অনেকেই বলেন,

"এই নির্বাচনের মাধ্যমে বুঝা গেলো আমেরিকা বর্ণবাদের সীমা পেরিয়ে গেছে। এখন আমরা 'post-racial' যুগে (অর্থাৎ বর্ণবিহীন সমাজে) প্রবেশ করেছি।"

◆ কিন্তু বাস্তবতা কি ছিল?

! ওবামা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও বর্ণবাদ থেমে যায়নি। বরং, নতুন রকমে সামনে আসে।

- ◆ ওবামার জন্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় – অনেকেই বলেন তিনি আসলে আমেরিকান না, বরং **মুসলিম**।
- ◆ Tea Party নামে একটি রক্ষণশীল দল তৈরি হয় – তারা ওবামার নীতির তীব্র বিরোধিতা করে।
- ◆ **বামপন্থীরা** আবার অভিযোগ করেন, তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য যথেষ্ট কিছু করেননি।

◆ এরপর কি হয়?

২০১৬ সালে ডেনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হন – যিনি আগে থেকেই ওবামার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন।

- ▲ ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর, **জাতিগত ঘৃণামূলক অপরাধ** বেড়ে যায়।
- ▲ অনেক সাদা আধিপত্যবাদী (white supremacist) গোষ্ঠী প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে।

◆ ২০২০: জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ড

মে ২০২০ – মিনিয়াপোলিসে পুলিশের হাঁটুর নিচে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে **জর্জ ফ্লয়েড** নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ মারা যান।

‘এ’ ভিডিওটি ভাইরাল হয় → পুরো আমেরিকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

‘ব’ মানুষ বর্ণবাদ, পুলিশি সহিংসতা ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে।

☒ মূল বার্তা কী?

- ওবামা প্রেসিডেন্ট হওয়া ছিল গর্বের এবং **প্রতীকি বিজয়**।
- কিন্তু আমেরিকা 'colorblind' (বর্ণ অন্ধ) হয়ে যায়নি।
- এখনো বর্ণবাদ আমেরিকার প্রতিটি স্তরে – রাজনীতি, আইন, শিক্ষা, চাকরি ইত্যাদিতে গভীরভাবে বিদ্যমান।

■ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তুলনা:

► প্রতীকী পরিবর্তন বনাম বাস্তব পরিবর্তন

বাংলাদেশে অনেক সময় নারী বা সংখ্যালঘুদের বড় পদে আসীন হওয়া (যেমন: নারী প্রধানমন্ত্রী, হিন্দু প্রধান বিচারপতি) দেখে অনেকে বলেন:

"দেখো, আমাদের সমাজে বৈষম্য নেই!"

কিন্তু বাস্তবে?

- ▼ নারীরা এখনো রাস্তা বা কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ না
- ▼ হিন্দু বৌদ্ধ বা অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এখনো জমি দখল, সামাজিক বৈষম্যের শিকার
- ▼ আদিবাসীরা আজও আদালত ও প্রশাসনে উপস্থাপিত নয়

অর্থাৎ, ব্যক্তিগত কিছু সাফল্য সমাজের গভীর বৈষম্য টেকে রাখতে পারে না।

► #BlackLivesMatter vs #JusticeForRasel

জর্জ ফ্লয়েড হত্যার পর যেমন #BlackLivesMatter শুরু হয়েছিল,
বাংলাদেশেও অনেক বিক্ষোভ হয়েছিল যেমন: **রায়হান হত্যাকাণ্ড**, **রাশেদ হত্যা**, **পুলিশি নির্বাতন** ইত্যাদি নিয়ে।

- ❖ কিন্তু আমেরিকায় এসব ইস্যু বড় আন্দোলনে রূপ নেয়, গণমাধ্যমে জায়গা পায়, নীতিমালার পরিবর্তনের চেষ্টা হয়।
 - ❖ বাংলাদেশে অনেক সময় বিষয়গুলো সংবাদ থেকে হারিয়ে যায়, বিচার হয় না, জনগণের দীর্ঘমেয়াদি সংহতি থাকে না।
-

❖ সারাংশ:

বিষয়	যুক্তরাষ্ট্র	বাংলাদেশ
প্রতীকি সাফল্য	কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট (ওবামা)	নারী প্রধানমন্ত্রী, সংখ্যালঘুদের বড় পদ
বাস্তবতা	এখনো বর্ণবাদ প্রচলিত	নারীবিদ্রো, ধর্মীয়/জাতিগত বৈষম্য বিদ্যমান
সামাজিক আন্দোলন	BLM, নীতিমালার দাবি	কিছু বিক্ষোভ, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন দুর্বল
বিভ্রান্তি	"Post-racial America" ভাব হয়েছিল	"নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে" ভেবে আসল চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাওয়া

Race and ethnicity

■ সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা: জাতি ও নৃগোষ্ঠী (Race and Ethnicity) এবং মার্কিন জনগণনা

◆ ১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদমশুমারিতে (Census) জাতি কেন গুরুত্ব পায়?

আমেরিকার সংবিধান অনুযায়ী, প্রতি ১০ বছর পর পর একটি আদমশুমারি (Census) করা হয়—সেই শুরু হয়েছিল ১৭৯০ সালে।

এই গণনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল:

- কত মানুষ আছে তা জানা
- কে কোন জাতিগত গোষ্ঠীর (race) তা নির্ধারণ করা

প্রথমবার আদমশুমারিতে মানুষকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছিল:

1. সাদা চামড়ার (white) পুরুষ ও মহিলা
 2. অন্য সব ফ্রি মানুষ (non-white)
 3. দাস (slaves)
- ◆ শুরুতে গণনাকারীরা নিজে বাড়ি গিয়ে মানুষ দেখে তাদের জাতি ঠিক করতেন
 - ◆ এখন মানুষ নিজেই নিজের জাতি ও নৃগোষ্ঠী নির্বাচন করে

◆ ২. Race ও Ethnicity এর পার্থক্য কী?

👉 Race (জাতি)

মানুষের বাহ্যিক গঠন, বিশেষ করে চামড়ার রঙ অনুযায়ী গোষ্ঠীবিন্যাসের একটি সামাজিক পদ্ধতি।

👉 এটা মানবসৃষ্ট (socially constructed) এবং এর মাধ্যমে ভেদাভেদ তৈরি হয়।

👉 Ethnicity (নৃগোষ্ঠী)

একটি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস বা বংশগত পরিচয়।

যেমনঃ

- মেক্সিকান আমেরিকান, আইরিশ আমেরিকান, ইছদি আমেরিকান
- ! নৃগোষ্ঠী কখনো গুরুত্ব পায়, আবার কখনো গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে (assimilate হয়ে যায়)।
- ! তবে জাতির মত স্পষ্ট শ্রেণিবিন্যাস সাধারণত থাকে না।

◆ ৩. জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর ২০১৬ সালের পরিসংখ্যান

গোষ্ঠী	জনসংখ্যা (২০১৬) মোট জনসংখ্যার শতাংশ	
মোট মার্কিন জনগণ	৩২ কোটি ৩১ লাখ	+ ১০০%
হিস্পানিক/ল্যাটিনো নয়	২৬.৫ কোটি	
— সাদা (White)	১৯.৭ কোটি	৬১%
— কৃষ্ণাঙ্গ (Black)	৩.৯ কোটি	১২%
— এশিয়ান	১.৭ কোটি	৫%
— আমেরিকান ইন্ডিয়ান/নেটিভ	২১ লাখ	১% এর নিচে
— অন্যান্য/মিশ্র	৭৭ লাখ	২%
হিস্পানিক/ল্যাটিনো	৫.৭ কোটি	১৮%
— তার মধ্যে সাদা হিস্পানিক	৩.৭ কোটি	

👉 অনেক হিস্পানিক ব্যক্তি একদিকে হিস্পানিক হিসেবে নিজেদের নৃগোষ্ঠী, অন্যদিকে সাদা বা অন্য জাতি হিসেবে জাতি চিহ্নিত করেন।

◆ ৪. জাতি ও নৃগোষ্ঠীর ধারণা কিভাবে পরিবর্তিত হয়?

- আগে আমেরিকায় আইরিশ, ইটালিয়ান, ইন্ডি লোকদের সাদা জাতি হিসেবে ধরা হতো না
- এখন তারা ধীরে ধীরে "সাদা" শ্রেণীতে চুকে গেছে
- অনেক হিস্পানিক ও এশিয়ান ব্যক্তিও ভবিষ্যতে হয়তো "সাদা" শ্রেণীতে গণ্য হতে পারে

👉 অর্থাৎ, জাতি ও নৃগোষ্ঠী হচ্ছে পরিবর্তনশীল সামাজিক ধারণা, জেনেটিক সত্য নয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তুলনা

► ১. আদমশুমারি ও জাতিগত ভিন্নতা

বাংলাদেশেও জনশুমারি হয় প্রতি ১০ বছর পর।

কিন্তু সেখানে জাতি বা নৃগোষ্ঠী ভিত্তিক আলাদা ভাবে তথ্য সংগ্রহ হয় খুব সীমিতভাবে।

বাংলাদেশে রয়েছে—

- আদিবাসী গোষ্ঠী: চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, গারো, হাজং, মণিপুরি প্রভৃতি
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু: হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান
- ভাষাগত সংখ্যালঘু: সিলেটি, চাটগাঁইয়া, রাজবংশী ইত্যাদি

! সরকারিভাবে তাদের মাঝে অনেককে এখনো 'বাংলালি' হিসেবে গণ্য করা হয়, ফলে তারা নিজেদের পরিচয় হারিয়ে ফেলছে।

► ২. পরিচয়ের দ্বন্দ্ব ও সামাজিক বৈষম্য

আমেরিকায় যেমন "one-drop rule" চালু ছিল (যার মধ্যে সামান্য আফ্রিকান রক্ত থাকলেই সে কৃষ্ণাঙ্গ),
বাংলাদেশেও অনেক আদিবাসী বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে 'প্রধান স্ত্রোতের বাইরে' ধরা হয়।

উদাহরণ:

- পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণ
- স্কুলে নিজ ভাষায় পড়ার সুযোগ না থাকা
- চাকরির ক্ষেত্রে জাতিগত বা ধর্মীয় পরিচয়ে বৈষম্য

► ৩. পরিচয় হারিয়ে ঘাওয়া

যেমন আমেরিকায়:

"আইরিশ, ইটালিয়ান, ইঙ্গরি" লোকেরা এখন সাদা গণ্য হয়, কারণ তারা মূল সংস্কৃতিতে মিশে গেছে (assimilate)

বাংলাদেশেও দেখা যায়:

- অনেক আদিবাসী তরুণ-তরুণী এখন আর নিজস্ব ভাষায় কথা বলেন না
- নিজেদের সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে গিয়ে "বাংলালি" হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করেন

❖ সারসংক্ষেপ:

বিষয়	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	বাংলাদেশ
আদমশুমারি	জাতি ও নৃগোষ্ঠী আলাদা করে গণনা	মূলত জাতি ও ধর্ম ভিত্তিক গণনা
জাতি ও নৃগোষ্ঠীর পরিচয়	পরিবর্তনশীল, সামাজিকভাবে গঠিত	অনেকটাই স্থির ভাবা হয়, কিন্তু অধিকারহীন
সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ	আইরিশ, ইংরেজ, সাদা হিসেবে গৃহীত	আদিবাসীরা 'বাংলালি' হতে বাধ্য হন
বৈষম্যের রূপ	আইন, সংস্থা, প্রতীকী প্রতিনিধি সংকট	জমি অধিকার, ভাষা অধিকার, ধর্মীয় বৈষম্য

Are race and ethnicity real?

■ সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা: হেনরি লুই গেটস জুনিয়র এবং জাতি (Race) একটি সামাজিক নির্মাণ

◆ ১. কে হেনরি লুই গেটস জুনিয়র?

হেনরি লুই গেটস, জুনিয়র হলেন:

- একজন বিখ্যাত আমেরিকান অধ্যাপক (Harvard University-তে আফ্রিকান আমেরিকান স্টাডিজে)
- অনেক বই ও ডকুমেন্টারি নির্মাতা
- তাঁর নির্মিত "African American Lives" নামের ডকুমেন্টারি জাতি ও বংশ পরিচয় নিয়ে মানুষের ধারণাকে নাড়িয়ে দেয়

◆ ২. কী ঘটেছিল তাঁর সঙ্গে?

২০০৯ সালে, তিনি বিদেশ সফর থেকে ফিরছিলেন এবং নিজের বাড়ির দরজা খুলতে পারছিলেন না। প্রতিবেশীরা:

- তাকে এবং তাঁর ড্রাইভারকে দরজা ঠেলতে দেখে পুলিশে ফোন করে
- পুলিশ এসে গেটসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সন্দেহজনক মনে করে গ্রেফতার করে

👉 অথচ তিনি নিজের বাড়ির ভেতরে ছিলেন এবং প্রমাণ দিয়েছিলেন যে তিনি হার্ভার্ডের একজন অধ্যাপক।

◆ ৩. তাহলে সমস্যা কোথায় ছিল?

গেটস নিজেই বলেছেন:

"যদি আমার ত্বকের রং সাদা হতো, তাহলে কেউ হয়তো পুলিশ ডাকত না, পুলিশও এতটা কঠোর হতো না।"

অর্থাৎ, যদিও তিনি অর্ধেক ইউরোপীয় (সাদা) এবং অর্ধেক আফ্রিকান বংশোদ্ভূত, তবুও তার কালো চামড়াই সেদিন সবচেয়ে বেশি mattered করেছিল।

এ ঘটনা প্রমাণ করে, বাস্তব জীবনে জাতিগত পরিচয় বিজ্ঞান নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে।

◆ ৪. বিজ্ঞান কী বলে?

✗ কোনো নির্দিষ্ট "জাতি"র জিন (gene) নেই।

! একই জাতির দুজন মানুষের জিনগত পার্থক্য, ভিন্ন জাতির দুইজনের চেয়েও বেশি হতে পারে।

সুতরাং, জাতি হচ্ছে একটি সামাজিক নির্মাণ—একটি ধারণা, যা মানুষ তৈরি করেছে:

- সমাজে শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করতে
 - অন্য গোষ্ঠীকে ছোট বা অপর করে তুলতে
 - বৈষম্যকে বৈধতা দিতে
-

◆ ৫. তাহলে কেন আমরা এখনো "জাতি" নিয়ে আলোচনা করি?

কারণ,

- যদিও জাতি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়,
- তবুও জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে আচরণ ভিন্ন হয়,
- সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়ে।

⌚ বাস্তব জীবনে জাতি অনেক বেশি "বাস্তব" কারণ সমাজ সেটাকে বাস্তব হিসেবে দেখে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উদাহরণ

উদাহরণ ১: আদিবাসী বনাম বাঙালি

- পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন চাকমা ব্যক্তি ঢাকা শহরে বাড়ি ভাড়া নিতে গেলে অনেক সময় তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়
- যদিও সেই ব্যক্তি হয়তো একজন শিক্ষক, সরকারি চাকুরে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

👉 এখানে তার পেশা নয়, বরং তার জাতিগত পরিচয় (আদিবাসী, ভিন্ন ভাষাভাষী) বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে

উদাহরণ ২: মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা মুসলিম

- অনেক রোহিঙ্গা মুসলিম ধর্মে মুসলমান, কিন্তু তাদেরকে বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে দেখা হয়
- তাদের বিরুদ্ধে অনেকে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি ছড়ায়, যদিও তারা দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতিত ও নিরুপায়

👉 তাদের জাতিগত পরিচয় (রোহিঙ্গা) এবং গায়ের রং, উচ্চারণ ইত্যাদি সমাজে "অন্য" হিসেবে চিহ্নিত করে

উদাহরণ ৩: গারো/খাসিয়া নারী ও কর্মজীবন

- গারো নারী সমাজে শিক্ষিত ও স্বাধীনচেতা হয়েও অনেক সময় চাকরির বাজারে পিছিয়ে পড়ে, কারণ তাদের পোশাক, চেহারা ও উপস্থাপন মূলধারার থেকে আলাদা হয়

👉 সমাজ তাদের "অন্যরকম" ভাবে দেখে, ঠিক যেভাবে গেটসকে তার চেহারা দেখে চোর মনে করেছিল।

সারাংশ:

বিষয়	মুক্তরাষ্ট্রে	বাংলাদেশের বাস্তবতা
জাতি কি বৈজ্ঞানিক সত্য? <input checked="" type="checkbox"/> না, এটি সামাজিক নির্মাণ	<input checked="" type="checkbox"/> না, এটি সামাজিক	<input checked="" type="checkbox"/> না, কিন্তু সমাজে বাস্তব রূপ পায়

বিষয়	যুক্তিরাষ্ট্রে	বাংলাদেশের বাস্তবতা
জাতি দিয়ে মানুষকে বিচার হয়?	<input checked="" type="checkbox"/> গেটসের গ্রেফতার তার প্রমাণ	<input checked="" type="checkbox"/> আদিবাসীদের বৈষম্য, রোহিঙ্গাদের দমন
গায়ের রং বা চেহারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?	খুব বেশি — skin color matters most	আদিবাসী/ক্ষুদ্র জাতির বৈশিষ্ট্য সমাজে অন্যায় আচরণ ডেকে আনে
জাতি ও বৈষম্য কাটিয়ে ওঠা কি সম্ভব?	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে সম্ভব	শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ালে সম্ভব

The “science” of race

■ সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা: বর্গবাদ, ভ্রান্তি বিজ্ঞান ও ‘জাতি’ ধারণার উৎপত্তি

◆ ১. "জাতি" কি সত্যিই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত?

✗ না।

বিজ্ঞান বলছে, মানুষের মধ্যে "জাতিগত পার্থক্য" বলার মতো কোনো জেনেটিক বা জৈবিক পার্থক্য নেই।

সব মানুষই একই প্রজাতির (species) সদস্য।

তবুও অনেক মানুষ বিশ্বাস করে:

- এশিয়ানরা নাকি খাটো ও বুদ্ধিমান
- আফ্রিকানরা নাকি শারীরিকভাবে শক্তিশালী কিন্তু কম বুদ্ধিমান
- শ্বেতাঙ্গরা হলো আদর্শ বা "মানব আদর্শ"

👉 এইসব বিশ্বাস পুরোপুরি স্টেরিওটাইপ, মানে সমাজে গড়ে ওঠা ভুল ধারণা।

◆ ২. ডাক্তাররাও ভুল ধারণা পোষণ করে?

একটি গবেষণায় দেখা গেছে:

- প্রায় ৩০% মেডিকেল ছাত্র বিশ্বাস করে, আফ্রিকান-আমেরিকানদের রক্ত দ্রুত জমাট বাঁধে
- অনেকে বিশ্বাস করে, তারা নাকি ব্যথা কম অনুভব করে, বা তাদের ত্বক মোটা হয়

📌 এসব বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু শিক্ষিত পেশাজীবীদের মধ্যেও টিকে আছে।

◆ ৩. তাহলে এই জাতি-বিভাজনের শুরু কোথা থেকে?

👉 "জাতি" কোনো প্রাকৃতিক সত্য নয়। এটি মানুষের তৈরি ধারণা (social construct)। এ ধারণা তৈরি হয় কিছু ইউরোপিয়ান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের হাত ধরে—

❖ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম:

- Carl Linnaeus (১৭০০ দশক): মানুষকে ৪ ভাগে ভাগ করেন শুধু চেহারা দেখে
- Johann Blumenbach: ৫টি জাতিগত গোষ্ঠীতে ভাগ করেন (Caucasoid, Mongoloid, Ethiopian ইত্যাদি)
- এদের মতে, সাদা চামড়ার মানুষই সবচেয়ে উন্নত, বাকিদের নিচে রাখা হয়

👉 বিজ্ঞান নয়, বরং ক্ষমতার রাজনীতি থেকেই এই শ্রেণিবিন্যাস শুরু হয়।

◆ ৪. “ইউজেনিক্স” (Eugenics) কী?

- এটি ছিল একটি ধারণা: "শ্রেষ্ঠ জাতি" তৈরি করতে ভালো জিন রাখো, খারাপ জিন ধ্বংস করো
- Sir Francis Galton নামে একজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানী এই ধারণা দেন
- এর ফলাফল?
 - জোর করে বন্ধ্য করা
 - জাতিগত শুন্দতা (racial purity) রক্ষা করতে মানুষের প্রজনন নিয়ন্ত্রণ

👉 এইসব ধারণা থেকেই নাজি জার্মানির হিটলার লাখ লাখ ইহুদী হত্যা করেন

◆ ৫. আজকের দিনে এর প্রভাব কী?

আজও:

- গাষের রং, চোখের গঠন বা চুলের ধরন দেখে মানুষকে বিচার করা হয়
- কোনো কোনো জাতিকে কম বুদ্ধিমান, বা বেশি শক্তিশালী, বা অলস মনে করা হয়

❖ অর্থাৎ এই পার্থক্যগুলো শারীরিক গঠন নয়, বরং পরিবেশ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সুযোগের কারণে তৈরি হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উদাহরণ

উদাহরণ ১: আদিবাসীদের নিয়ে ভুল ধারণা

- অনেকেই বিশ্বাস করে গারো, মারমা, চাকমা—এরা "কম বুদ্ধিমান" বা "কম উন্নত"
- অথচ গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের নিজস্ব ভাষা, সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও শারীরিক সক্ষমতা খুব উন্নত

↗ এই ভুল ধারণা আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্য তৈরি করে, যেমনটা আমেরিকায় আফ্রিকানদের প্রতি হয়।

উদাহরণ ২: রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

- অনেকে রোহিঙ্গাদের "ঝামেলার উৎস", "অন্য জাতি" মনে করে, যদিও তারা মুসলমান এবং অনেকেই শিক্ষিত
- রাষ্ট্র বা সমাজ অনেক সময় তাদের অধিকার দেয় না শুধুমাত্র জাতিগত পরিচয়ের কারণে

উদাহরণ ৩: ত্বকের রঙ ও বিয়ে

- আমাদের সমাজে ফর্সা চামড়া কে সুন্দর বলে ধরা হয়, আর শ্যামলা বা কালো গায়ের রং কে খারাপ
- বিয়ের সময় পাত্রী/পাত্র নির্বাচনে ত্বকের রং একটা বড় ভূমিকা রাখে

↗ এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কিন্তু ওপরনিবেশিক মনোবৃত্তি থেকে জন্ম নেয়।

সারাংশ টেবিল:

বিষয়	ব্যাখ্যা
জাতি কী?	একটি সামাজিক নির্মাণ (মানুষের তৈরি ধারণা), বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য নয়
স্টেরিওটাইপ	জাতি ভিত্তিক ভ্রান্ত বিশ্বাস যেমন কালোরা কম বুদ্ধিমান, এশিয়ানরা খাটো
ইউরোপীয় ধারণা	সাদা মানুষকে উন্নত এবং অন্য জাতিকে নিচু হিসেবে ধরা
ইউজেনিক্স	জোর করে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করে "শ্রেষ্ঠ জাতি" গঠন করার চেষ্টা
আজকের বাস্তবতা	শিক্ষা, চিকিৎসা, আইন, বিয়ে—সব ক্ষেত্রেই জাতিগত বৈষম্য টিকে আছে

EXPLICIT AND IMPLICIT BIAS